ভোরের কাগজ

তারিখ ... 29 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

5

সিলেট পলিটেকনিকে প্রক্সি (Proxy) শিক্ষক ও প্রাসঙ্গিক কথা

কথায় বলে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ক্যান্সারে আক্রান্ত মেরুদণ্ড নিয়ে কোনো জাতিই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু সেই মেরুদণ্ড কিভাবে দিন দিন অকেজো হয়ে পড়ে, তা সিলেট পলিটেকনিকে অধ্যয়নরত প্রতিটি ছাত্র হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনৈক স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি গত ১৫ বছর যাবৎ ম্যাথ-শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত। মজার ব্যাপার হলো, যদিও রুটিনে তার নামে ম্যাথ ক্লাসগুলো দেখানো হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্য একজন শিক্ষক (যিনি ম্যাথমেটিক্সের শিক্ষক নন) উক্ত প্রথমোক্ত শিক্ষকের প্রক্সি শিক্ষক হিসেবে গত বহু বছর যাবৎ নামেমাত্র কাজ করে আসছেন। এই প্রক্সি শিক্ষক মূলত কোনো ক্লাসই নেন না। সেমিস্টার শেষে মূল শিক্ষকের যোগসাজশে প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে হাজার টাকা আদায় করে বর্ধিতহারে সেশনাল নম্বর দিয়ে ও খাতায় কোনো লেখা না থাকলেও পাস নম্বর প্রদান করে বৃত্তি পেতে এবং প্রথম বিভাগে পাস করতে সাহায্য করেন। শিক্ষক নামের কলঙ্ক এইরূপ চরম লোভী অপরাধীচক্র প্রতিনিয়ত ছাত্রদের তথা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। অধ্যক্ষ সাহেব প্রতারক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন না। এই নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

দেবাশীষ তালুকদার
২য় পর্ব, সিভিল
রোল নং ৯৭৫১৯
সি.প.ই।